'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২১ তম বর্ষ, ১১৫ সংখ্যা
ডিসেম্বর,২০১৯

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

ইতিহাসে সাহিত্যের স্থান প্রসঙ্গে

বিশ্বজিৎ কয়োড়ী

ঊনবিংশ শতক থেকে ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে পরিগণিত হলেও বা বর্তমানে এই বিষয়ের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি রূপ লাভ করলেও এক সময় ইতিহাসকে সাহিত্যের শাখা হিসাবেই গণ্য করা হত এবং সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ইতিহাসই সর্বত্র রচিত হত। আর জ্ঞানের এই শাখাটির উদ্ভবের পশ্চাতেও কিন্তু গ্রীক মহাকাব্যিক হোমার, হেসিওডিস ও লোগোগ্রাফারদের একটা বিশেষ অবদান ছিল, যেগুলি ছিল মূলত মহাকাব্য ও পদ্য সাহিত্য। গ্রীক মহাকাব্যিক হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'ই ছিল ইতিহাস রচনার আদি নিদর্শন। কেন না তিনি যেভাবে তাঁর কবিতাগুচ্ছে সমকালীন বাস্তব ঘটনা ও গ্রীসের অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিলেন তাকে গ্রীসের অতীত ইতিহাসের প্রাচীনতম দলিল বলে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়। তাই টি.জে.লুস. তাঁর '*The Greek Historians*' গ্রন্থে বলেছেন হোমারের কাব্যের চরিত্রগুলির বাস্তবধর্মীতাই প্রমাণ করে যে ইতিহাস তার উৎপত্তিতে হোমারের কাছে কতটা ঋণী। আবার গ্রীক লোগোগ্রাফারগণ যে গদ্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন তার বৈশিষ্ট্যই ছিল সহজ সরল গদ্য রীতির দ্বারা যুক্তিবাদী বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রীক সমাজ ও সংগঠন সম্পর্কে জানার চেষ্টা, গ্রীক জাতির আর্বিভাবের অতি কথনকে পরিহার, যা পরবর্তীকালে অনুসরণ করেন হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস।[১]

একথা বলাই যায়, প্রাচীন গ্রীক, রোমান এমনকি ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে অঙ্গীভূত ছিল সেই সমস্ত দেশের লুকিয়ে থাকা ইতিহাস। বলা যায় হেরোডোটাস, থুকিডিডিস ও সিসেরোর রচনা আধুনিক গবেষকদের কাছে জনপ্রিয় হত না যদি না তারা তাদের রচনাকে সুন্দর ধারাবাহিক, আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর করে বর্ণনা দিতেন এবং সুন্দর সাহিত্যগুণ সম্পন্ন রচনার অধিকারী হতেন।[২]

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে একজন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য হল অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটানো আর সাহিত্যের লক্ষ্য হল আনন্দ প্রদান করা। কিন্তু ইতিহাস রচনায় সাহিত্যের অবদানকে কোন কালেই অস্বীকার করা যায় না-সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলকে বোঝানোর জন্য। এছাড়া একজন ঐতিহাসিককে ইতিহাস রচনার